দৈনিক ইত্তেফাক

AUG 12 2002

তারিখ ... পৃষ্ঠা ৩-৬ কলাম - ৪

ঢাবির সাবেক ভিসি ডঃ আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী ও সাবেক প্রক্টর ডঃ নজরুল ইসলাম গতকাল নায়েম ভবনে সাক্ষ্য দিতে আসেন -ইত্তেফাক

তদন্ত কমিশনে সাবেক ভিসি আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী

শামসুন্নাহার হলে পুলিশ পাঠাতে প্রভোস্ট নিজেই ফোন করে অনুরোধ জানান

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের কাছে গতকাল রবিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) পদত্যাগী ভিসি অধ্যাপক আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী ও প্রক্টর ডঃ নজরুল ইসলাম, অপসারিত প্রভোস্ট অধ্যাপক সুলতানা শফি ও জনসংযোগ কর্মকর্তা আশরাফ আলী খান জবানবন্দি দিয়েছেন। আজ দু'জন ছাত্রী ও ৩ জন সাংবাদিকের বক্তব্য গ্রহণের মধ্য দিয়ে সাক্ষ্য গ্রহণ পর্ব শেষ হচ্ছে।

অধ্যাপক আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী তার সাক্ষ্যে বলেছেন, প্রভোস্ট সুলতানা শফি আমাকে বিভ্রান্ত করেছেন। আমি বার বার

(১৫শ পৃষ্ঠায় ৭-এর কঃ দ্রঃ)

তদন্ত কমিশনে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

ফোন করেছি। তিনি বলেছেন, পরিস্থিতি স্বাভাবিক আছে। জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমীর একটি কক্ষে তদন্ত কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি তফাজ্জল ইসলাম সাক্ষ্য গ্রহণ করছেন। অধ্যাপক আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরীকে তার জবানবন্দি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে আমি কিছু বলবো না। আগে তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ হোক, তারপর কিছু বলার থাকলে অবশ্যই বলবো। সূত্র জানায়, কমিশনকে তিনি বলেছেন, শামসুন্নাহার হলে পুলিশ পাঠানোর বিষয়ে প্রভোষ্ট সুলতানা শফি নিজেই ফোন করে অনুরোধ জানান। আমাকে ঘটনার কথা জানালে আমি বলি, আপনি পুলিশকে বলুন, আমিও বলছি। অধ্যাপক আনোয়ার উল্লাহ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশে পরিস্থিতির প্রয়োজনে পুলিশ কে ডাকবে সে বিষয়ে কিছুর উল্লেখ নেই। তবে হলে পুলিশ পাঠাতে হলে প্রভোষ্টের অনুরোধেই পাঠানো হয়। তিনি বলেন, প্রভোষ্টের মাধ্যমে খবর পেয়ে আমি ৪ জন সহকারী প্রক্টরকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে হলে পাঠাই। আমি নিজেও কয়েকদফা প্রভোষ্টকে ফোন করি। তিনি জানান, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে। শেষবার যখন তাকে ফোন করি আমাকে জানানো হয়, তিনি ছাত্রীদের মাঝে আছেন। কমিশনের এক প্রশ্নের জবাবে অধ্যাপক আনোয়ার বলেন, হলে বহিরাগত আছে কি নেই–সে দায়িত্ব প্রভোষ্টের। পুলিশ কার অনুমতিতে হলে ঢুকবে ? এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, প্রভোষ্টের অনুমতি নিয়ে ঢুকবে।

গতকাল পদত্যাগী প্রক্টর ডঃ নজরুল ইসলামও সাক্ষ্য দিয়েছেন। এ বিষয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, সংবাদপত্রকে কিছু বলবো না। সূত্র জানায়, জবানবন্দিতে তিনি বলেন, শামসুন্নাহার হলের আবাসিক শিক্ষিকারা প্রভোষ্টের নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রতিবাদে কর্মবিরতি পালন করছিলেন। ভিসির নির্দেশে আমি ২৩ জুলাই বিকেলে হলে যাই। প্রভোষ্টের রুম তালা মারা ছিল। তালা খুলে সুলতানা শফিকে তার চেয়ারে বসাই। সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য তাকে অনুরোধ করি। ডঃ নজরুল বলেন, হলে পুলিশ পাঠানোর জন্য প্রভোষ্ট নিজেই ফোনে অনুরোধ জানান। কমিশন তাকে জিজ্ঞাসা করেন, ওই রাতে ২৩৫ নম্বর রুমের লুসি ও শান্তা কি তাকে ফোন করে তাদের জীবনাশঙ্কার কথা বলেছে ? জবাবে তিনি বলেন, না–এ ধরনের কোন কথা বলেনি।

প্রভোষ্ট সুলতানা শফি বলেন, সকাল সোয়া ৮টা থেকে রাত ৩টায় পুলিশী এ্যাকশন পর্যন্ত আমি হলে ছিলাম। সে সময়ে হলে যা যা ঘটেছে সবই আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি বলেন, সহকারী প্রক্টরদের যে ভূমিকা ছিলো এবং পুলিশী এ্যাকশনের যে রূপ ছিলো–অনুরোধ করে তাদেরকে থামানো সম্ভব ছিলো না। সুলতানা শফি বলেন, পুরোদমে পুলিশী হামলা চলাকালে আমি বাসায় চলে যাই। আমার মাথার ওপর দিয়ে পুলিশ এক ছাত্রীকে লাঠিপেটা করে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, গেট ভেঙ্গে হলে পুলিশ ঢুকলে তাদের সঙ্গে মারামারি করার দায়িত্ব কি আমার ? হলের পরিবেশ রক্ষা করাই আমার দায়িত্ব। কিন্তু তা কতটুকু ? মেশিনগানের সঙ্গে যুদ্ধ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি বলেন, মেয়েদের অন্যায় কোন দাবী ছিলো না। তারা শুধু বহিরাগতদের বের করার দাবী জানিয়েছিলো। সহকারী প্রক্টরদের কাছে বহিরাগতদের তালিকা পাঠিয়েছি। তারা রাত সাড়ে ১২টা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত ২৩৫ নং রুমে অবস্থান করেছেন। কিন্তু আমাকে কিছুই জানাননি। প্রশাসন সহায়তা করলে এ ধরনের ঘটনা ঘটতো না।

ঢাবির জনসংযোগ কর্মকর্তা আশরাফ আলী খান বলেন, আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয় কোন পরিস্থিতিতে এবং কিভাবে সংবাদ বিজ্ঞপ্তি প্রেরণ করা হয় ? আমি বলেছি, ৪ জন সহকারী প্রক্টর তাদের লিখিত একটি বক্তব্য আমাকে দেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষেরও একটি বক্তব্য তৈরী করা হয়। এ দু'টি বক্তব্য আমি ভিসির কাছে নিয়ে যাই। কিছু সংযোজন, পরিমার্জন করে বিজ্ঞপ্তিটি সংবাদপত্রে পাঠানো হয়।

এদিকে জাতীয় ওলামা মাশায়েখ ঐক্যফ্রন্ট গতকাল একটি মিছিল নিয়ে তদন্ত কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি তাফাজ্জল ইসলামের কাছে একটি স্মারকলিপি প্রদান করে। স্মারকলিপিতে শিক্ষামন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে কমিশনে তলব করার দাবী